



38870 - মীকাতরে আগে তার হয়ে শুরু হওয়ায় তিনি জিদেদা চলে গিয়েছেন, পরবর্তীতে তিনি উমরা করতে চাইলেন; সক্ষেত্রে তিনি কোথায় থেকে ইহরাম বাঁধবেন?

প্রশ্ন

পর সমাচার: জনকৈ নারী ইয়মেনে থেকে উমরার নয়িত এসেছেন। মীকাতে পৌঁছার আগেই তার হয়েয়ের রক্ত দেখে দিয়ে। তখন তিনি জিদেদাতে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে এক সপ্তাহ থাকেন। এখন তিনি উমরা করতে চান। এমতাবস্থায় তিনি কি জিদেদা থেকে উমরা করবেন; নাকি ইয়ালামলাম মীকাতে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম করবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

জনে রাখা উচতি যে, ইহরাম করার জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। তাই হয়েগ্ৰস্ত নারী উমরা বা হজ্জেরে ইহরাম করতে পারেন। একজন হাজীসাবে যা যা করেন তিনিও তা তা করবেন; কেবেল বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা ছাড়া। যহেতে আয়শি (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, তিনি বলেন: “আসমা বনিত উমাইস (রাঃ) আল-শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মদ বনি আবু বকর (রাঃ) এর জন্ম দয়ার মাধ্যমে নফিসগ্ৰস্ত হয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর (রাঃ) কে নরিদশে দনে যাত করে তাকে নরিদশে দিয়ে: গোসল করার ও ইহরাম বাঁধার।”[সহি মুসলমি (১২০৯)] হয়েগ্ৰস্ত ও নফিসগ্ৰস্ত উভয়েরে হুকুম এক।

তাছাড়া আয়শি (রাঃ) এর যখন হয়ে শুরু হয়েছিল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নরিদশে দনে একজন হাজী যা যা করে তা তা করার; কেবেল বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা ছাড়া।[সহি বুখারী (১৫১৬)]

উল্লেখতি নারী যদি হয়ে শুরু হওয়ায় উমরার নয়িত পরবির্তন করে ফলেনে এবং এমতাবস্থায় মীকাত অতক্ৰম করেন যে, তিনি উমরার কাজ শুরুর নয়িত করছেন না। যখন তিনি জিদেদাতে এলেনে তখন উমরা করার ইচ্ছা জাগল; তাহলে এতে তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না। তিনি জিদেদায় তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম করবেন। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি এর ভেতরে আছেন তিনি যেখান থেকে নয়িত করছেন সেখান থেকে ইহরাম করবেন”[সহি বুখারী (১৫২৪) ও সহি মুসলমি (১১৮১)] অর্থাৎ যে ব্যক্তি মীকাতগুলোর ভেতরে অবস্থান করেনে তিনি তার অবস্থানস্থল থেকে ইহরাম করবেন।

আর যদি মীকাত অতক্ৰমরে মূহুর্তে এ নারীর উমরা করার নয়িত থাকে, কনিতু তিনি সেখান থেকে ইহরাম না করেন; তাহলে



তার উপর আবশ্যিক হলো মীকাতে ফরিে সখোন থেকে ইহরাম করা। যদি তিনি সটে না করনে এবং জদেদা থেকে ইমরাম করনে তাহলে তার উপর পশু জবাই করা আবশ্যিক। য়ে পশুটি মিকাতে জবাই করা হব়ে এবং এর গশেত হারাম এলাকার গরীব ও মসিকীনদরে মধ্যে বণ্টন করে দতিে হব়ে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলনে: মটেটকথা হলো: য়ে ব্যক্তরি হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা থাকা অবস্থায় তিনি ইহরাম ছাড়া মীকাত অতক্রিম করনে তার উপর আবশ্যিক মীকাতে ফরিে গয়িে সখোন থেকে ইহরাম বাঁধা; যদি সটে সম্ভব হয়। চাই তিনি জিনেশুনে মীকাত অতক্রিম করে থাকনে কথিবা না-জনে মীকাত অতক্রিম করে থাকনে। এটি য়ে, হারাম তা তিনি জিনে থাকুন কথিবা না-জনে থাকুন। যদি তিনি মীকাতে ফরেত গয়িে সখোন থেকে ইহরাম বাঁধনে তাহলে তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না। এ ব্যাপারে আমরা কোনে মতভদে জাননি। এটি জাবরে বনি যায়দে, হাসান, সাঈদ বনি যুবাইর, ছাওরী, শাফয়েি ও অন্যান্যদরে অভমিত। কোনেনা সেই ব্যক্তকিে য়ে মীকাত থেকে ইহরাম করার আদশে দয়ো হয়ছে। তিনি সখোন থেকেই ইহরাম করছেন। তাই তার উপর কোনে কিছু বর্তাবে না; য়েমনভিবে কোনে কিছু বর্তাবে না যদি তিনি মীকাত অতক্রিম না করনে। আর যদি মীকাতরে ভতের থেকে ইহরাম করনে তাহলে দম (পশু জবাই) দয়ো তার উপর আবশ্যিক হব়ে।[আল-মুগনী ৩/১১৫] সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।